বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। এ দিনটি বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য এবং বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিবস। বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন।। আজ এখানে আমরা সমবেত হয়েছি জীবন্ত কীংবদন্তী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে । আমি একজন বীর মুক্তিয়োদ্ধার সন্তান হিসেবে এখানে উপস্থিত হতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের । কারণ আপনাদের কল্যানেই, আপনাদের সেই বজ্র কণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দেবার ফলেই, আপনাদের রক্ত দানের ফলেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি সর্বপরি আজকের অবস্থানে এসেছি । আপনাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ।একাত্তরের বীরশ্রেষ্ঠরা বাংলাদেশের চিরকালের নায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সেসব রুদ্ধশ্বাস সমরে তাঁদের বীরোচিত আত্মত্যাগ আমাদের চিরন্তন প্রেরণা জোগায় আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি .....

আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগন যাদের ঋণ আমরা কখনাই শোধ করতে পারবো না । আমাদের জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে , তার স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আপনারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন ভুখণ্ড। ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের নামে নীরিহ – নিরস্ত্র বাঙালীর উপর পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সেদিন জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে সুস্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা নীজেদের জীবন দিয়ে সেই পাকিস্তানী হানাদারদের নীল নকশা রুখে দিয়েছিলেন ।

আপনারা আমাদের আলোকবর্তিকা হিসেবে আজো পথ দেখিয়ে দিবেন আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা সেই কামনা করি । আমরা দেখেছি বাংলাদেশ যতদিন মুক্তিযোদ্ধাদের , মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যতদিন তার জয় বাংলাকে ভুলে ছিল ততদিন কেবল পেছনের দিকেই হেটেছে । আবার জয় বাংলাকে যখন পূনরায় বুকে ধারণ করেছে তখনই আবার সামনের দিকে চলা শুরু করেছে । আর এর প্রমান আজ আপনাদের চোখের সামনে । উন্নয়নের সকল সূচকেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল । আপনাদের যে আত্মত্যাগ , আপনাদের বলিদান বৃথা যায়নি তার প্রমান আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রথম কাতারে। আর এটি সফল হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে । আজ আমাদের প্রত্যাশা বর্তমান সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে

সন্মান এবং সুবিধা দিয়েছেন সেটি অব্যাহত থাকবে এবং সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধার পরবর্তী প্রজন্ম সেই সুবিধা গুলো পাবে ।

আমি গর্ববোধ করি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান । এটি এমন একটি সনদ যা কেড়ে নেবার ক্ষমতা কারো নেই । আমরা আশা করবো ১৯৭১ সালে আপনারা যেভাবে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন সেই ভাবে আমাদের পথ দেখাবেন ।

এবারের বিজয় দিবস পালিত হবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। শোক আর রক্তের ঋণ শোধ করার গর্ব নিয়ে উজ্জীবিত জাতি দিবসটি পালন করবে অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে। অফুরন্ত আত্মত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই মহান বিজয়ের ৪৯ বছর পূর্ণ হবে। আজকের ভাণ্ডারিয়া আর ২ বছর আগের ভাণ্ডারিয়ার তফাৎ অনেক । আজ আমরা এমন একজন উপজেলা চেয়ারম্যান পেয়েছি যিনি শুধু দিতে জানেন । ভাণ্ডারিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ এখন আর কেবল স্বপ্ন নয় ।

আপনারা ভালো থাকবেন , সুস্থ থাকবেন । প্রয়োজন হলে আপনাদের সন্তান হিসেবে যখন ডাকবেন , পাশে পাবেন ইনশাল্লাহ ।